ঝিনাইদহে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্টিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আড়মুখী জে.জে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্টিত হয়েছে। আড়মুখী জে. জে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের উদ্যোগে এবং ডাঃ শফিউল আলম সোহাগের সার্বিক সহযোগীতায় এ মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্টিত হয়।

এতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গাইনী, অর্থোপেডিক, নাক-কান-গলা সহ ৩০ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ১ হাজার ৫’শত রোগীকে বিনামূল্যে এই সেবা প্রদান করেন । বিনামূল্যে সেবা পেয়ে সবাই খুব খুশি ।

আড়মুখী গ্রামের গর্বিত সন্তান মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ শফিউল আলম সোহাগ বলন, চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে আমি প্রতি বছর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সমন্বয়ে মেডিকেল ক্যাম্প করে থাকি ।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন গাজী টেলিভিশন ও দৈনিক সারাবাংলার জেলা প্রতিনিধি ওলিয়ার রহমান, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শিমুল বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক মমিনুর রহমান সহ এলাকার সুধিজন ।

বিছানায় বসে খাবার খাওয়া ঠিক নয়

অনেকেই আলসেমির বশে বিছানায় বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। এখন আগের মতো সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়ার সুযোগ হয় না। সবার ব্যস্ততা থাকে। বিছানায় খাওয়া-দাওয়া করার সংকটও এখানেই, কারণ সবাই খানিকটা অলস হয়ে পড়েন৷ আলস্যের কারণে হজম ও বিপাক ক্রিয়ার সমস্যা হয়। বিছানায় খাওয়া-দাওয়ার কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিন।

বদহজম

বিছানায় বসে অলসভাবে খেলে বদহজম হতে পারে। একদিন-দুদিনের হিসেব আলাদা। শরীরের প্রস্তুতিও লাগে৷ তাই অলসভাবে খেলে বদহজম, অ্যাসিডিটি হতে পারে।

নিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণে ব্যাঘাত
বিছানায় এলিয়ে খেলে খাবারে মনোযোগ দরকার হয় না। হয় আপনি টিভি দেখছেন বা মোবাইল চালাচ্ছেন। এভাবে অনেক সময় ভালোভাবে খাবার চিবুনো হয় না। আবার অনেকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে ফেলতে পারেন। এগুলো স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শঙ্কা
বিছানায় খাবার খেলে বিছানায় খাবার লেগে যেতে পারে৷ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আলসেমিরই ফল। তাতে অ্যালার্জির সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে-জনপ্রশাসন মন্ত্রী

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রত্যান্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক করেছে, ইউনিয়ন পর্যায়েও একজন করে ডাঃ মানুষের সেবা দিচ্ছে।

গতকাল শনিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রাবেজান মঞ্জিলের উদ্যোগে মেহেরপুরে চক্ষু,ডায়াবেটিস, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌন রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধনের সময় এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর শালিকা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

প্রাঙ্গনে এই চক্ষু,ডায়াবেটিস, নাক,-কান-গলা,চর্ম ও যৌন স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

সিএমএইচের সাবেক অধ্যাপক লে: ক:(অব) প্রফেসর ডা. আব্দুল ওয়াহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দীন আহমেদ, আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজের নির্বাহী পরিচালক ডা. মহিউদ্দিন, চেয়ারম্যান ডা.আব্দস সবুর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আরও বলেন, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি সুবিধা নিয়ে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আ মজিদ, আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী ব্যবস্থাপক রবিউল হক, মাহাজ উদ্দীন, ছবিদা খাতুন প্রমূখ।

পরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ফিতা কেটে চক্ষু, ডায়াবেটিস, নাক,-কান-গলা, চর্ম ও যৌন স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জজকোর্টের পালিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, সদর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লতিফুন্নেসা লতা, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, শ্যামপুর শালিকা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলাসহ পার্শ্ববতী প্রায় ৮ হাজার মানুষের চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ দেওয়া হয়।

দর্শনায় পশু চিকিৎসকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা গ্রামের আসাদুলের ছেলে পল্লীপ্রাণি চিকিৎসক সাইদুজ্জামান কে মোবাইল কোর্টে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও পল্লী প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ভেটেনারী কাউন্সিল আইন ২০১৯ এর ৩৮ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন মোবাইলের কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি)সজল কুমার।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ নীলিমা আক্তার হ্যাপী।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভেটেনারী সার্জন ডা:নাজমুল হাসান শাওন, কার্পাসডাঙ্গা লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইটার বিল্লাল হোসেন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় টেকনিশিয়ান হয়ে চক্ষু চিকিৎসার দায়ে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় এমবিবিএস চিকিৎসকের ভুয়া সিল ব্যবহার করে ভুয়া পরিচয় ও চিকিৎসার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণার দায়ে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর-এরশাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করা হয়। যাঁকে জরিমানা করা হয়েছে, তাঁর নাম মনজুরুল ইসলাম (২৫)। তিনি ওই ক্যাম্পের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা জেলার আলাইপুর গ্রামের

বাসিন্দা।

অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিচালক ডা: হাদি জিয়াউদ্দীন আহমেদ ও থানা পুলিশের সদস্যরা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও স্নিগ্ধা দাস বলেন, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চক্ষু ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ওই ক্যাম্পের টেকনিশিয়ান হয়ে তিনি নিজেকে এমবিবিএস চিকিৎসক পরিচয়ে চক্ষু চিকিৎসা করছিলেন। নিজের নাম-পরিচয় গোপন রেখে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নামের সিলও ব্যবহার করেন। চক্ষু চিকিৎসার বিষয়ে তাঁর ডিগ্রি না থাকার পরও নিজেকে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক পরিচয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প বসিয়ে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন। অভিযানে অভিযোগে সত্যতা পাওয়ায় তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া কিশোরীদের সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ, স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড’র পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন হোসেন, ইরেসপো’র মাঠ সংগঠক রোকসানা ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের সংগঠিত করে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, নেতৃত্ব বিকাশ ও ইভটিজিং প্রতিরোধসহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা শেষে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়ক নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মেয়েকে বাঁচাতে ৫লাখ টাকার প্রয়োজন,বাবা-মায়ের করুণ আকুতি

১৬ বছর আগেও এ কান্না ছিল আনন্দ-সুখের। তবে সেই সুখ বেশিদিন কপালে জোটেনি সাকেন-মালেয়া দম্পতির। হঠাৎ আসা ঝড়ে হাসিমাখা সেই মুখে ভয়ংকর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে স্বপ্নের সংসার।

পালিত মেয়ে সাবিনা খাতুনকে নিয়ে যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা যেন চোখের সামনেই শেষ হতে যাচ্ছে। সাবিনার বয়স যখন দেড় বছর,তখন দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে আসেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। আদর-যত্নে বড় করে তুলতে থাকেন, স্বপ্ন বুনতে থাকেন সাবিনাকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থেকে গেল।

সাবিনার বয়স যখন ৭বছর তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে এক কঠিন অসুখ। নাম তার থ্যালাসেমিয়া।

ডাক্তার জানায়, তার পেটের প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে গেছে। শরীরে রক্ত শুণ্যতা দেখা দিয়েছে। প্রতিমাসেই একাধিক ব্যাগ রকÍ দিতে হবে তার শরীরে। সেই থেকে ধার-দেনা করে চিকিৎসা খরচ মেটাচ্ছিলেন

সাবিনার বাবা সাকেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক সাকেনের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহণ করা যেন ‘বামুন হয়ে চাদে হাত’ দেয়ার মত। তবুও কোনমতে চিকিৎসা খরচ চলছিল। এরমধ্যেই সাবিনার বিয়েও দেন।

বছরখানেক পর কণ্যা শিশুর জন্ম দেন সাবিনা। রোগের কথা জেনে সাবিনাকে ডিভোর্স দেন তার স্বামী। পরে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন সাবিনা। কিন্তু কে জানতো তার শরীরে আরো একটি কঠিন রোগ বাসা বেধেছে। হঠাৎ-ই পেটের ব্যাথায় অস্থীর হয়ে উঠতো সাবিনা। পরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হলে জানা যায়, তার পেজে দু’টি পাথর হয়েছে। দ্রুত অপারেশন করতে হবে। তাতে খরচ হবে প্রায় ৫ লাখ টাকা। এবার যেন সাবিনাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। কারণ ৫ লাখ টাকা জোগাড় করার মত সামর্থ্য তাদের নেই।

করুণ এ ঘটনাটি ঝিনাইদহের শৈলকুপার বন্দেখালী গ্রামের। ওই গ্রামের মেঠোপথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মিলবে সাকেন জোয়ার্দারের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই চোখ পড়বে অসুস্থ সাবিনার দিকে।

বিছানায় শুয়ে আছেন সাবিনা। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও যেন নেই। মায়ের অসুস্থতায় পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন সাবিনার ৪ বছর বয়সী মেয়ে আশা। যা দেখে কাঁদছেন সাবিনার বাবা মা, কাঁদছেন উপস্থিত প্রতিবেশিরাও।

কিন্তু ছোট্ট শিশু আশার যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আপন মনে মায়ের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, আর সবার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাবিনা খাতুন আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার দু’চোখে মুঠো মুঠো স্বপ্নের বদলে শুধুই মৃত্যুর বিভীষিকা। চোখ বুজে অবসন্ন শরীর নিয়ে জীবনকে মহাকালের কাছে সোপর্দ করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন সাবিনা। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

সাবিনার মা মালেয়া বেগম বলেন, সাবিনাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছি.তবে অপারেশন করতে প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। মেয়েকে বাঁচাতে সবার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

সাবিনার বাবা সাকেন জোয়ার্দার বলেন,প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এখন আর টাকা পয়সা কিছুই নেই। মানুষের সাহায্যে দিয়েই এতদিন চিকিৎসা করিয়েছি,কিন্তু এবার প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা

জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাতে যোগাযোগ: ০১৮২৩-০৩৬০৩৫ সাবিনার পিতা সাকেন জোয়ার্দার। বিকাশ/নগদ:০১৮২৫-২৯৯৮৫২।

হঠাৎ রক্তচাপ কমে গেলে যেসব উপসর্গ দেখা দেয়

অনেকেই লো প্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন। এক্ষেত্রে হঠাৎ ব্লাড প্রেশার কমে যায়। হাইপোটেনশন বা নিম্ন রক্তচাপের সমস্যা নানা কারণে হতে পারে। বিশেষ করে দুশ্চিন্তা, গর্ভাবস্থা, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, পানির ঘাটতি, রক্তাল্পতা, পুষ্টির অভাব, কম পরিমাণে লবণ খাওয়া ইত্যাদি কারণেও নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। যার ফলে দেখা দেয় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। এক্ষেত্রে রোগী চোখে ঝাপসা দেখেন, মাথা ঘোরায় কিংবা অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন। রক্তচাপ হঠাৎ কমে গেলে যেসব উপসর্গ দেখা দেয়:

ঝাপসা দৃষ্টি
রক্তচাপ কম থাকলে গোটা শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। অনেকেই চোখে ঝাপসা দেখেন। চিকিৎসকেরা বলছেন, রক্তচাপ কমে গেলে চোখের স্নায়ুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বমি বমি ভাব
রক্তচাপ কম থাকলে কারও গা গুলোয়, বমি বমি ভাবও লক্ষ করা যায়। রক্তের সরবরাহ ব্যাহত হলে কিংবা অক্সিজেনের ঘাটতি হলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতেই পারে।

মাথা ঘোরা
রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মাথা ঘুরতে পারে। কোনও জায়গায় বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াতে গেলে হঠাৎ মাথা হালকা লাগতে পারে। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে সাময়িক ভাবে জ্ঞান

হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে।

কাঁপুনি
অনেক ক্ষেত্রে গরমেও শীতের কাঁপুনি অনুভব করতে পারেন রক্তচাপ কমে গেলে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

সূত্র: হেলথ ইন

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অবৈধ ক্লিনিক বন্ধ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুমোদন বিহীন একটি ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। অভিযানে ক্লিনিক পরিচালনার নিবন্ধন না থাকায় ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে চালু রয়েছে ডায়গনস্টিক কার্যক্রম।

শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান।

উপজেলা শহরের ডক্টরস্ কেয়ার এন্ড স্পেলাইজড হসপিটালটি পরিচালনা করতেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়াউদ্দীন আহমেদ। অভিযোগ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিজেই অবৈধভাবে বেসরকারি ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এরপর সেখানে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

অভিযান শেষে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে ডায়গনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন আছে। কিন্তু সেখানে ক্লিনিক বা অপারেশন থিয়াটারের নিবন্ধন না থাকলেও সে কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। অভিযানে এর সত্যতা পাওয়া যায় এবং ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগ বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া বর্তমানে ওই ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রোগীদের উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানন্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ভুল চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যু গাংনীতে ভূয়া চিকিৎসকের দুই বছর কারাদন্ড

ভূল চিকিৎসায় এক নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনীতে সুজন আলী নামের এক ভূয়া ডাক্তারের ২০ হাজার টাকা ও দুই বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ডাক্তার না হয়েও ডাক্তার দাবি করে চিকিৎসা দেওয়ার অপরাধে তাকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে এ দন্ড দিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম ও গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম।

দন্ডিত সুজন আলী মহাম্মদপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

বাওট গ্রামের মনিরুল ইসলামের দুই দিন বয়সী নবজাতক শিশুর চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় মহাম্মদপুর গ্রামের হালিমা ফার্মেসীতে। সেখানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার শরিফুল ইসলামের ব্যক্তিগত চেম্বার ছিল। শরিফুল ইসলামের অনুপস্থিতিতে সেখানে সুজন আলী নামের এক ব্যক্তি নিজেকের ডাক্তার দাবি করে নবজাতকের চিকিৎসা দেয়।

কয়েকটি এন্টিবায়োটিক ওষুধসহ বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন বাড়ি ফিরে ওই ওষুধ সেবন করানোর পর নবজাতক আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিকেলে নবজাতকের মৃত্যু হলে ওই ফার্মেসীতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে আরও জানা যায়, সুজন আলী চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতির বিষয়ে কোন বৈধতা প্রমাণ করতে পারেননি। ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে তাকে ভূয়া ডাক্তার হিসেবে প্রমাণ হয়। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ এর ২৯ এর ১ ধারায় দোষী

সাব্যস্ত করে দুই বছর কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের আদেশে দন্ডিত সুজন আলীকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ আব্দুল আল মারুফ ও গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।